দৈনিক সংবাদ

150

তারিখ ... ... NOV. 14 1999..
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১.....

সম্পাদকীয়

এই ছাত্রনামধারীদের গ্রেফতার করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, গোলাগুলি ও চাপাতি দিয়ে কোপানোর পৃথক পৃথক ঘটনার তিনটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনার পর গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১২ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। ২ জন ছাত্রকে দুবছরের জন্য বহিষ্কার করে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে দুই কিশোরকে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ৩ জন ছাত্রকে 'অস্থায়ীভাবে বহিষ্কার' করা হয়েছে। এ বছর এপ্রিল মাসে একটি হলে এক ছাত্রকে চাপাতি দিয়ে কোপানোর দায়ে ৭ জনের অস্থায়ী বহিষ্কারাদেশ কেন স্থায়ী করা হবে না, এই মর্মে ১৫ দিনের নোটিশ দেয়া হয়েছে।

যে ১২ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তদন্তে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় এদের নাম থাকলেও এরা ছাত্র নামের কলঙ্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার চেয়ে এরা অপরাধমূলক কাজকর্মেই প্রধানত লিপ্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতিকে ডিঙ্গিয়ে এসব 'ক্রিমিনাল' কি করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে স্থান পেল? এমনও হতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এসব ছাত্রকে শিক্ষার্থীর বদলে ক্রিমিনাল বানিয়ে ফেলেছে।

যে সব অভিযোগে এই ছাত্রনামধারীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শাস্তি পাচ্ছে, দেশের আদালতে সন্দেহাতীতভাবে সে সব অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে আক্রমণ গর্হিত অপরাধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে এসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তা কিছুদিন আগেও কল্পনাতীত ছিল- আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ এতটাই বিষিয়ে উঠেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত ১২ জন ছাত্রনামধারীর স্থান হওয়া উচিত কারাগারের ভেতরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুষ্কর্ম তারা করেছে, তারপরও তারা পুলিশের জালে ধরা পড়েনি কেন সেটাই আশ্চর্য। এদের কেউই কোমলমতি শিক্ষার্থী নয়, এদের প্রতি দয়া বা করুণা প্রদর্শনের প্রশ্ন উঠে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বলেছেন, যে সাতজন চাপাতি দিয়ে হলের রুমে একজনকে আক্রমণ করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়েছিল। অন্য পাঁচজনের ব্যাপারে এজাহার দেয়া হয়েছিল কিনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলতে পারেননি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে চার্জশিট দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষের তদন্তের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয় সহায়তা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদ্যোগ না নিলে তা হবে ক্যাম্পাসে গর্হিত অপরাধ পুষে রাখার শামিল।

পহেলা অক্টোবর থেকে ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ৭ জনকে অপরাধীচক্র অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়ার একটা প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এসব অপহরণকে দেখা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী গত রোববার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কোন ছাত্রের সঙ্গে এসব অপহরণের সরাসরি যোগাযোগ আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না; তবে পরোক্ষ যোগাযোগ থাকতেই পারে। অর্থাৎ শিশু-কিশোর অপহরণের মতো গর্হিত অপরাধের সঙ্গে ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা তিনি উড়িয়ে দেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব ক্রিমিনাল কাজকর্ম চলছে তাদের দায় ও দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এড়াতে পারে না- উপাচার্য, প্রক্টর বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট প্রমুখ কেউই না। পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে, যাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপরাধ দমনের দায়িত্ব দেশের পুলিশ বাহিনীর উপর থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশে অপহরণের ঘটনার দায় তিনি এড়াতে পারেন না। তিনি এসব ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশও করেছেন। আমাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত কেউই তা পারেন না। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার প্রতিকার কি তা আমরা জানার অপেক্ষায় রইলাম।